রোহিঙ্গা ভাষায় সঠিক শব্দটা কি

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

স্থানীয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর মতামত

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

ত্রাণ সামগ্রী পাওয়া: রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার এই আশংকাটি দেখা দিয়েছে

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ১২ × বুধবার, ০৩ অক্টোবর ২০১৮

রোহিঙ্গা ভাষায় সঠিক শব্দটা কি

বর্তমানে ত্রাণের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে স্পষ্ট যোগাযোগ গড়ে তোলা একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমাদের বুঝতে হবে যে তাদের ভাষা কিভাবে বদলে যাচ্ছে, অন্যান্য ভাষা কিভাবে সেটাকে প্রভাবিত করছে এবং কিভাবে স্বতন্ত্র উপভাষা তৈরি হচ্ছে। বিশেষত আমাদের এই সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা ভাষাগত বৈচিত্র্যগুলো চিনতে হবে এবং সমস্ত যোগাযোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করতে হবে।

এই ত্রাণের কাজে আমরা প্রায়ই "রোহিঙ্গা শরণার্থীদের" সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলি যেন তারা সবদিক থেকে একই প্রকৃতির একটি একক গোষ্ঠীর মানুষ। কিন্তু তারা রাখাইন অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার স্তর এবং শিক্ষার সুযোগে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আলাদা আলাদা রোহিঙ্গা উপভাষাগুলি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে ভাষার ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষণীয় হয়ে উঠছে।

গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ-মায়ানমারের দুর্বল সীমানা পেরিয়ে বহু মানুষ বেশ কয়েকবার এপার-ওপার যাতায়াত করেছেন। ১৯৯০ দশকের শুরুর দিকে প্রায় ২৫০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী সামরিক হানা এড়াতে মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু অনেকেই বাংলাদেশে থেকে যান। যে সব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে থেকে গিয়েছিলেন তাদের সাধারণত "নিবন্ধিত রোহিঙ্গা" বলা হয়ে থাকে যদিও তাদের মধ্যে অনেককেই ইউ.এন.এইচ.সি.আর এবং বাংলাদেশ সরকার শরণার্থী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত করেনি।

২০১৭ সালে মায়ানমারে নতুন করে সহিংসতা দেখা দিলে আরও ৭০০,০০০ রোহিঙ্গা সীমানা পার করে পালিয়ে আসেন। তাদেরকে সাধারণত "নতুন রোহিঙ্গা" নামে ডাকা হয়। এখন বিশ্বের রোহিঙ্গা ভাষাভাষীদের অর্ধেকেরও বেশি কক্সবাজার জেলায় ক্যাম্পে বাস করছেন।

এই দুই দল শরণার্থীদের মধ্যে প্রায় ৩০ বছরের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা তাদের ভাষায় অনেক পরিবর্তন এনেছে, যার ফলে মূল রোহিঙ্গা ভাষার বিভিন্ন উপভাষার জন্ম হয়েছে। ভাষা একটি স্পঞ্জের মত: এটি চারপাশের পরিবেশ থেকে উপাদান শুষে নিতে থাকে। তাই যখন 'নিবন্ধিত রোহিঙ্গারা' তাদের শব্দভাণ্ডারে বাংলা ও চাটগাঁইয়া শব্দ যোগ করছিলেন, মায়ানমারের রোহিঙ্গারা তখন সাধারণ বর্মী ও রাখাইন ভাষা থেকে শব্দ ধার নিচ্ছিলেন। তাই যখন 'নতুন রোহিঙ্গারা' ক্যাম্পে নিবন্ধিত সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিলেন তখন তাদের মধ্যে থাকা ভাষাগত পার্থক্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সাথে স্পষ্ট হয়ে উঠল রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যগুলো বিবেচনা করার গুরুত্ব।

'নিবন্ধিত রোহিঙ্গারা' এখন অনেক বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন

গত তিন দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি 'নিবন্ধিত রোহিঙ্গা' সম্প্রদায়ের সাথে সাধারণ বাংলা ভাষার পরিচয় ঘটিয়েছে। যারা বাংলাদেশী স্কুলে গিয়েছেন তারা সাধারণ বাংলা ভাষা লিখতে ও পড়তে শিখেছেন। রোহিঙ্গা পুরুষরা ক্যাম্পের বাইরে ব্যবসাবাণিজ্য বা জীবিকা ইত্যাদির জন্যেও কথাবার্তা বলার মাধ্যমে বাংলা শিখেছেন।

'নিবন্ধিত রোহিঙ্গারা' এখন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বেশ অনেকগুলি বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন তারা ব্যথা বোঝাতে রোহিঙ্গা শব্দ বিশের পরিবর্তে বাংলা ব্যথা শব্দটি ব্যবহার করেন। বেশিরভাগ 'নিবন্ধিত রোহিঙ্গারা রোহিঙ্গা দাবাই শব্দের পরিবর্তে বাংলা শব্দ ওষুধ শব্দটি ব্যবহার করেন। রোহিঙ্গা ভাষায় 'চিকিৎসা' বোঝানোর জন্য কোনো আলাদা শব্দ নেই, তাই 'নিবন্ধিত রোহিঙ্গারা' বাংলা চিকিৎসা শব্দটি গ্রহণ করেছেন।

ক্যাম্পে আসা নতুন শরণার্থীরা এইসব বাংলা শব্দগুলির সাথে পরিচিত নন এবং এই কথাগুলো সহজে নাও বুঝতে পারেন।

চাটগাঁইয়া ভাষাও ক্যাম্পের ভাষাকে প্রভাবিত করেছে

স্থানীয় বাংলাদেশী গোষ্ঠীর চাটগাঁইয়া উপভাষা 'নিবন্ধিত রোহিঙ্গা' সম্প্রদায়ের শব্দভাণ্ডার এবং উচ্চারণকে বেশ প্রভাবিত করেছে। যেমন বেডা ('পুরুষ') এবং বেডি ('মহিলা') বলতে রোহিঙ্গা ভাষাতে যথাক্রমে 'স্বামী' এবং 'স্ত্রী'ও বোঝায়। কিন্তু 'নিবন্ধিত রোহিঙ্গারা' এখন 'স্বামী' এবং 'স্ত্রী' বোঝাতে চাটগাঁইয়া শব্দ জামাই এবং বৌ ব্যবহার করা পছন্দ করেন। উচ্চারণের দিক থেকে দেখলে রোহিঙ্গাদের আইসসা ('ঠিক আছে')-র মত শব্দগুলি এখন চাটগাঁইয়া আইচ্ছার কাছাকাছি শোনায়।

যদিও রোহিঙ্গা এবং চাটগাঁইয়া উপভাষার মধ্যে কিছু মিল আছে, কিন্তু অপরিচিত চাটগাঁইয়া শব্দগুলি নতুন শরণার্থীদের বিভ্রান্ত করতে পারে।

'নতুন রোহিঙ্গারা' ক্যাম্পে বর্মী শব্দ নিয়ে এসেছে

নদীর ঠিক ওপারেই যে রোহিঙ্গারা মায়ানমারে থেকে গিয়েছিলেন তাদের ভাষার উপর বর্মী ভাষার প্রভাব রয়েছে।

প্রমিত বর্মী ভাষা মায়ানমারের রাষ্ট্রীয় ভাষা, তাই সরকারি স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করা রোহিঙ্গারা সেই ভাষা শিখেছেন। যদিও লেখাপড়ার স্তর এখনও কম, তবুও বেশ কিছু সাধারণ বর্মী শব্দ রোহিঙ্গা ভাষায় চলে এসেছে। এছাড়াও প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দিনে দিনে আরও বেশি করে গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে রোহিঙ্গা ভাষায় বর্মী শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। যেমন উক্কাটা ('সভাপতি') এবং মায়ুনি শব্দগুলি বর্মী ভাষা থেকে নেওয়া। 'নিবন্ধিত রোহিঙ্গারা' গত তিন দশক ধরে বর্মী ভাষার সংস্পর্শে আসেননি, তাই অনেক ক্ষেত্রেই তারা এই নতুন শব্দগুলি জানেন না।

রাখাইন রাজ্য, যেখানে বহু রোহিঙ্গা বসবাস করতেন, সেখানকার কথ্য বর্মী উপভাষা হল রাখাইন। তাই রাখাইন উপভাষাও রোহিঙ্গা ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। রাখাইন ভাষা এবং সাধারণ বর্মী ভাষার মধ্যে উচ্চারণ এবং বেশ কিছু শব্দে পার্থক্য রয়েছে। রোহিঙ্গারা বর্মী শব্দগুলো রাখাইন টানের সাথে উচ্চারণ করেন। যেমন বর্মী ভাষায় 'শিক্ষক' হচ্ছে সেয়ামা কিন্তু সেই শব্দের রাখাইন উচ্চারণ হল সেরামা। রোহিঙ্গারাও শিক্ষককে সেরামা বলেন।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ করার সময় এই পার্থক্যগুলোও জটিলতা বাড়িয়ে তোলে।

ক্যাম্পে কাজ করার সময় বিভিন্ন ধরণের শব্দগুলো খেয়াল করুন

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করার সময় অথবা তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের বিষয়বস্তু তৈরি করার সময় যে শব্দগুলি অধিকাংশ রোহিঙ্গারা বুঝবেন তা নির্বাচন করুন। অন্যান্য ভাষা থেকে নেয়া শব্দগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দিন। রোহিঙ্গা ভাষাভাষী মাঠকর্মীদেরকে সেই সমস্ত শব্দ ব্যবহার করার পরামর্শ দিন যা তাদের দাদীরা বলতেন কারণ অধিকাংশ রোহিঙ্গাদের সেই শব্দগুলো বোঝার সম্ভাবনা বেশি।

নতুন আসা রোহিঙ্গারা সাধারণ বাংলা ভাষা তেমন বোঝেন না, তাই চাটগাঁইয়া এবং 'নিবন্ধিত রোহিঙ্গা' কর্মী ও দোভাষীদের উচিৎ সহজ শব্দ এবং পরিস্থিতির উপযুক্ত বাক্যাংশ ব্যবহার করা (সাধু বাংলা শব্দ বা কঠিন পরিভাষার পরিবর্তে) যাতে যারা নতুন এসেছেন তারা সহজে সেগুলো বুঝতে পারেন।

স্থানীয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর মতামত

রাস্তায় ইউ.এন/এনজিও-র গাড়ি চলাচলের ফলে যানজট বেড়ে যাওয়া এবং পরিবহণের খরচ বেড়ে যাওয়া স্থানীয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর আশংকাগুলির শীর্ষে রয়েছে।

সূত্র: ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে উখিয়ার পালং হাইস্কুলে রেকর্ড করা আলোচনার অনুষ্ঠান বেতার সংলাপে স্থানীয় বাংলাদেশী দর্শকদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত। অনুষ্ঠান চলাকালীন স্থানীয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর ৩৬ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলার জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলোর থেকে এই আশংকাগুলির কথা জানা গেছে। ইউনিসেফ এবং বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের সহায়তায় বাংলাদেশ বেতার এই অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা করে।

স্থানীয় বাংলাদেশী মানুষরা জানিয়েছেন যে এনজিও ও ইউ.এন অফিসগুলি এবং সেই সাথে স্থানীয় স্কুলগুলি একই সময়ে শুরু হওয়ার কারণে রাস্তায় যানজট খুব বেশি বেড়ে গেছে যার ফলে কক্সবাজারে ছাত্রদের ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছতে সমস্যা হচ্ছে। স্থানীয় বাংলাদেশী মানুষরা আরও জানিয়েছেন যে রোহিঙ্গাদের আসার কারণে পরিবহণের খরচ বেড়ে গেছে: যেখানে আগে স্কুলে যেতে ১০ টাকা যথেষ্ট ছিল সেখানে এখন তা দ্বিগুণ হয়ে ২০ টাকা হয়েছে এবং অনেক সময় তার থেকেও বেশি টাকা লাগে।

> “স্কুল ও এনজিও-গুলোর অফিস একই সময়ে শুরু হয়, এ কারণে ছাত্রদের স্কুলে ঠিক সময়ে পৌঁছতে সমস্যা হয়”
>
> - পুরুষ, শিক্ষক

এছাড়াও স্থানীয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী তাদের শিশুদের জন্মসনদ পাচ্ছেন না বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই সনদ স্কুলে ভর্তি করার জন্য অত্যন্ত জরুরি। মানুষ বলেছেন যে রোহিঙ্গারা যাতে তাদের বাচ্চাদের জন্য জন্মসনদ নিতে না পারে সেজন্য ইউনিয়ন পরিষদ (স্থানীয় সরকার) কর্মকর্তারা জন্মসনদ দেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছেন। (বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন)। স্থানীয় বাংলাদেশী মানুষ যারা শিশুর জন্মের ঠিক পরেই জন্মসনদ নেন নি, তারা জানিয়েছেন যে এখন তা নিতে তাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

> “রোহিঙ্গাদের আসার পরে ইউনিয়ন পরিষদ জন্মসনদ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এজন্য শিশুদের স্কুলে ভর্তি করার সময়ে সমস্যা হচ্ছে।"
>
> - মহিলা, গৃহিনী

বেতার সংলাপের এই পর্বটি চলাকালীন স্থানীয় বাংলাদেশী মানুষরা এমন আরও কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরেছিলেন যা নিয়ে তারা আশংকায় আছেন। এর মধ্যে রয়েছে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশু জন্মের হার খুব বেশি হওয়া। নতুন জন্ম নেওয়া রোহিঙ্গা শিশুদের নাগরিকত্ব নিয়েও স্থানীয় বাংলাদেশী মানুষরা কৌতূহল প্রকাশ করেন। রোহিঙ্গা জনগণকে আশ্রয় দিতে অরণ্য বিনাশের সমস্যা অব্যাহত রয়েছে এবং অন্যান্য আশংকাগুলির মধ্যে একটি হল যে এলাকায় ডায়রিয়া, জন্ডিস ও ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগের বিস্তার বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

> "রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ক্রমাগতভাবে গাছ কেটে বন ধ্বংস করে চলেছে, যা পরিবেশের ভারসাম্যকে নষ্ট করছে। আরেকটি সমস্যা হল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশু জন্মের হার খুব বেশি এবং তাদের পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।"
>
> - পুরুষ, প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরিরত

ত্রাণ সামগ্রী পাওয়া: রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার এই আশংকাটি দেখা দিয়েছে

সূত্র: রোহিঙ্গা ক্যাম্প ৮ পশ্চিম, ৯, ১০, ১৮, ১৯, লেদা, লেদা এম.এস, শামলাপুর এবং উনচিপ্রাং থেকে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত আই.ও.এম কমিউনিটি মোবিলাইজারদের ৬৮১১ জন উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা তথ্য। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে এবং সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ক্যাম্প ৯ এবং ১০-এ বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের আয়োজিত সাপ্তাহিক ফোকাস দলে আলোচনা যাতে ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলারা অংশ নিয়েছিলেন।

আরও একবার ত্রাণে খাবার এবং খাবার ছাড়া অন্যান্য জিনিস পাওয়ার বিষয়টি রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় আশংকা হিসেবে উঠে এসেছে।

মতামত থেকে জানা গেছে যে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রাণ পাবার ব্যাপারটি নিয়ে সমস্যার কথা সবচেয়ে বেশিবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ২০১৮ সালের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে জায়গার অভাব এবং ঘর বানানোর জিনিসপত্রের অভাবের মতো শেল্টার সংক্রান্ত সমস্যাগুলি জনগোষ্ঠীর মূল আশংকা হিসেবে উঠে এসেছিল। জুন, জুলাই এবং অগাস্ট মাসে ত্রাণ পাওয়া আবারো সবচেয়ে বড় আশংকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীচের গ্রাফটি দেখায় যে গত সাত মাসে ত্রাণ পাওয়ার ক্ষেত্রে মতামত কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

খাদ্য এবং এনএফআই ত্রাণ নিয়ে উদ্বেগ

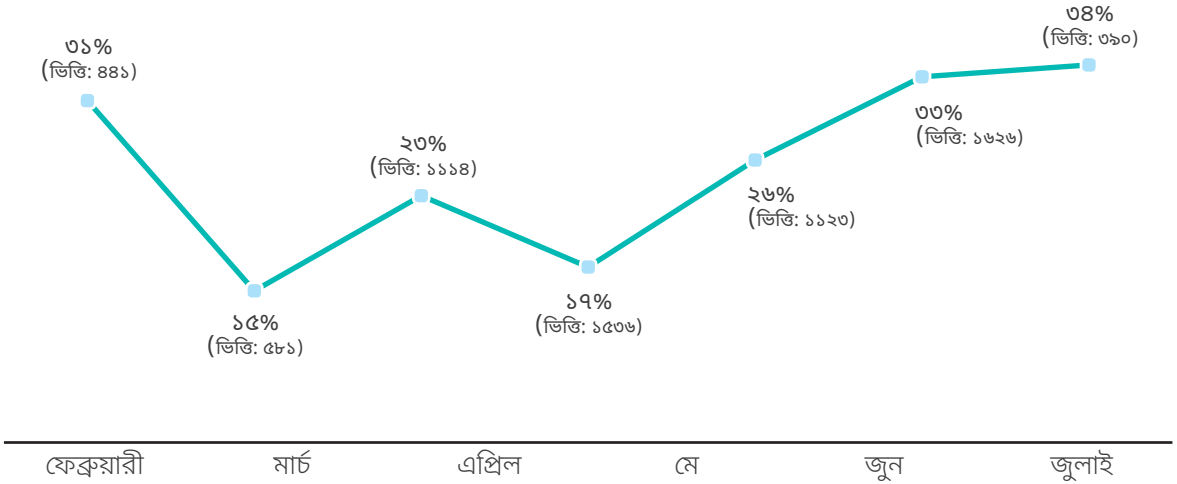

এছাড়াও এই তথ্যে ত্রাণ পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী যে নির্দিষ্ট অভিযোগগুলি জানিয়েছেন সেগুলিও সামিল করা হয়েছে।

ত্রাণ সম্পর্কে আশংকা	কত শতাংশ অভিযোগ করা হয়েছে
ত্রাণ কার্ড পাননি/ হারিয়ে গেছে	১৩%
পরিচ্ছন্নতার কিট প্রয়োজন	৫%
খাবার ছাড়া অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী (নন-ফুড আইটেম) না পাওয়া	৪%
পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছেন না	৩%
নিয়মিত খাদ্য পাচ্ছেন না	২%
পরিবার গণনা নম্বর পাননি*	২%

ভিত্তি: মোট উত্তরদাতা - ৬৮১১

* *বাংলাদেশ সরকার ও ইউ.এন.এইচ.সি.আর যৌথভাবে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যাচাই করার কাজ শুরু করেছে। ১০০+ সদস্যের একটি দল আগত শরণার্থীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে এবং তাদের একটি কার্ড এবং একটি অনন্য পরিচিতি নম্বর দিচ্ছে। এই কাজটি সুরক্ষা, পরিচয় ব্যবস্থাপনা, নথি রক্ষা, সহায়তা দেওয়া, জনসংখ্যার হিসাব রাখা এবং চূড়ান্তভাবে মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে চলে আসা প্রায় ৯০০,০০০ শরণার্থীর জন্য একটি সমাধান খুঁজে পেতে একটি সর্বাঙ্গীণ ডেটাবেস তৈরিতে সাহায্য করবে। https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees*

যেহেতু গত কয়েক মাসে এই সমস্যাগুলো বার বার তুলে ধরা হয়েছে তাই ফোকাস দলে আলোচনায় (অগাস্ট/সেপ্টেম্বর ২০১৮) ত্রাণে খাবার ও খাবার ছাড়া অন্যান্য জিনিস পাওয়া সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের বর্তমান আশংকা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় যে মূল বিষয়গুলি উঠে এসেছে:

বরাদ্দ করা খাবার সব পরিবারের জন্য যথেষ্ট হচ্ছে না

কিছু পরিবার মনে করেন তারা যথেষ্ট খাবার পাচ্ছেন না এবং তাদের ধারণা যে বর্তমান ব্যবস্থায় পরিবারে মানুষের সংখ্যা এবং বয়স সঠিকভাবে ধরা পড়ছে না। অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে একটি তিন জনের পরিবার একটি চার জনের পরিবারের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ খাবার পায়। অংশগ্রহণকারীরা আরও জানিয়েছেন যে যেসমস্ত পরিবারে ছোট বাচ্চা রয়েছে তারা এবং যে পরিবারে সবাই প্রাপ্তবয়স্ক এমন পরিবারগুলো একই পরিমাণে খাবার পায়। যেমন, তিনজন প্রাপ্ত বয়স্কের একটি পরিবার সেই একই পরিমাণ খাবার পায় যা ২ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং ১ জন শিশুর পরিবার পায়। তারা মনে করেন যে কোনও পরিবারে ছোট বাচ্চা থাকলে তাদের সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক এমন পরিবারের থেকে কম খাবার লাগে। তারা আরও বলেছেন যে যেখানে ৩০ কেজি চাল পাওয়ার কথা সেখানে তারা ২৬ কেজি চাল পান।

এছাড়াও মানুষ জানিয়েছেন যে তারা মাছ বা শাকসবজির মতো নানান ধরণের খাবার পান না এবং সেই কারণে তারা চাল ও ডাল বিক্রি করে শাকসবজি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাবার কেনেন। এছাড়াও তাদের কথায় জানা গেছে যে জরুরী সময়ে, যেমন যদি কারো হাসপাতালে যাওয়া বা ওষুধ কেনার প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা ত্রাণে পাওয়া খাবার বিক্রি করেন। মানুষ জানিয়েছেন যে বিক্রি করার কারণে কিভাবে পরবর্তী বিতরণের আগেই তাদের বরাদ্দের চাল ও ডাল শেষ হয়ে যায়।

> “আমরা যতটুকু চাল পাই তা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তবুও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে আমাদের অনেক সময় চাল বিক্রি করতে হয়।”
>
> - পুরুষ, ২৫+, ক্যাম্প ৯

রান্নার জ্বালানী এখনও একটা বড় সমস্যা

মানুষ জানিয়েছেন যে তাদের রান্না করতে খুব সমস্যা হচ্ছে কারণ তারা কোনো জ্বালানি কাঠ পান না। মানুষ বিবরণ দিয়েছেন যে কিভাবে তারা বন থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন এবং স্থানীয় বাংলাদেশী মানুষদের কাছ থেকে জ্বালানি কাঠ কিনতে ত্রাণের খাবার বিক্রি করেন। লোকজন আরও বলেছেন যে জ্বালানীর অভাবে তারা কাগজ, প্লাস্টিকের বোতল ও প্যাকেট জ্বালানীর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেন, যে কারণে তাদের ছোট ঘরে প্রচুর ধোঁয়া তৈরি হয়।

এছাড়াও অংশগ্রহণকারীরা বিবরণ দিয়েছেন যে কেরোসিন বাতির জ্বালানীর অভাবে তারা রাতে কেবল খুব অল্প সময়ের জন্য সেটা ব্যবহার করতে পারেন। মানুষ বলেছেন যে আলো না থাকার কারণে রাতের বেলায় তারা চুরির ভয় পান এবং সেই কারণে ত্রাণের খাবার বিক্রি করে তারা কেরোসিন কেনেন। মানুষজন অগ্নিকাণ্ডের ভয়ে মোমবাতি ব্যবহার করেন না এবং তারা পরামর্শ দিয়েছেন যে সোলার প্যানেল তাদের এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

> “আমাদের সোলার লাইট দরকার...যদি আমরা মোমবাতি ব্যবহার করি তাহলে আমাদের রাতে জেগে থাকতে হয় নয়ত অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। এছাড়া, চোরের ভয়ও রয়েছে। আমরা কেরোসিন কিনতে চাল আর ডাল বিক্রি করি।”
>
> - মহিলা, ২৫+, ক্যাম্প ৯

মানুষের রেডিও ব্যবহার করতে সমস্যা হচ্ছে

কিছু মহিলা অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে পাঁচটি পরিবারের জন্য একটি করে রেডিও বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু তারা জানিয়েছেন যে রেডিওটি সহজে ব্যবহার করা যায় না এবং স্টেশন ধরা কঠিন। এছাড়াও মানুষ উল্লেখ করেছেন যে ত্রাণের জিনিস ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হলে পরিবারগুলোর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যায়।

পরিচ্ছন্নতার কিট সকলে পাননি

ফোকাস দলে আলোচনায় যারা অংশ নিয়েছিলেন তারা পরিচ্ছন্নতার কিটের কথা শোনেননি, তবে মহিলা অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে তারা আগে ৬০টি সাবানের একটি বাক্স পেয়েছিলেন। পুরুষ অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে তারা কোনো সাবান, টুথপেস্ট বা শ্যাম্পু পান নি।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।